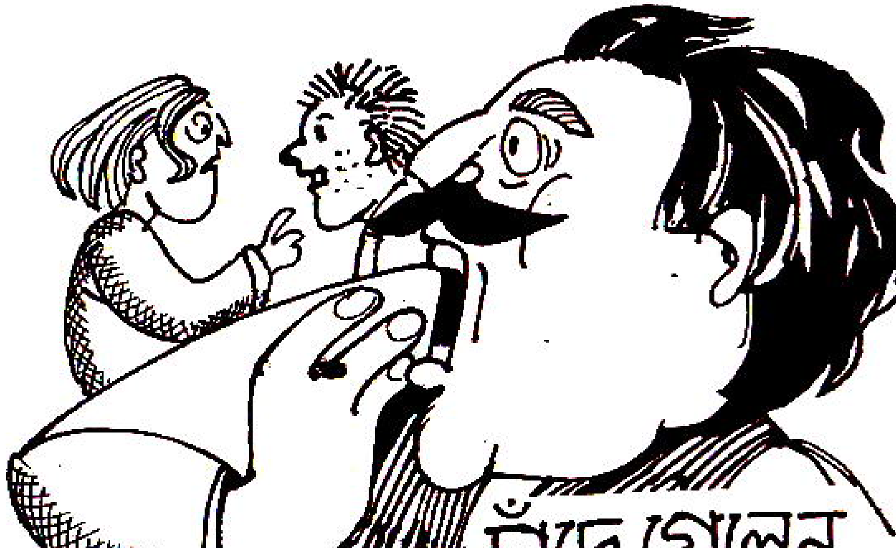

চাঁদে গেলেন হর্ষবর্ধন

চাঁদে গেলেন—হ্যাঁ! তবে চন্দ্রলোকে নয়কো ঠিক, চন্দ্র নামক বালকেই বলতে হয়।

আমার ভাগনে চাঁদুকে নিয়েই তিনি গেলেন।

হয়েছিল কি, হর্ষবর্ধন খেদ করছিলেন একদিন—'এতটা বয়েস হলো কোন ছেলেপুলে হলো না, আমার এই বিরাট কারবার, এতো টাকা-কড়ি আমি মারা গেলে কে সামলাবে? ভাবছি তাই একটা পুষ্যিপুত্তুর নেবো···।'

'কেন গোবরা?' আমি বলতে যাই: শ্রীমান গোবর্ধন তো আছে?'

'গোবরা আমার সহোদর ভাই যে!' আমার কথায় তিনি যেন অবাক হন—'ভাইকে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া যায় ন্যাকি আবার?'

'তা কেন? আপনার অবর্তমানে কে দেখবে বলছিলেন! গোবরাই তো রয়েছে।'

'গোবরা কদ্দিন আর? আমার চেয়ে ক'বছরের ছোট ও? আমি মারা যাবার পরেও কি সে টিকবে আর? টেকেও যদি, কদ্দিন? বড়ো জোর দু-চার বছর? তারপর আমার এই বিষয়-সম্পত্তি··'

'না না, টিকবে বই-কি সে!' আমি বলি: 'যদিও আপনার টিককাঠের মতন নয় জানি, তাহলেও গোবরাকে আমার টিকসই মনে হয়। আকাঠ তো! আকাঠরা টেকে বেশ।'

'আপনি জানেন না। ও যে রকম দাদুভক্ত, আমি মারা গেলে আমার বিরহে ও আর বাঁচবে কি না সন্দেহ। না না, আপনি অনাথ বালক-টালক দেখুন মশাই!'

'অনাথ বালক?'

'হ্যাঁ, আমার বৌ দুঃখ করছিল, জীবনে মা ডাক শুনতে পেল না। মা

'মা' মধুর ধ্বনি শোনার ওর ভারী বাসনা। ওর এই বাসনা আমি চরিতার্থ করতে চাই। বেঁচে থাকতে থাকতেই। তাছাড়া আমারও শখ হয় না কি, ঐ সুমধুর ডাক শোনার?'

'মা-ডাক?'

'না না—মা কেন, বাবাই তো! ও তো তবু মধুর ধ্বনি শুনতে পায় মাঝে মাঝে, গয়লা ধোপা ফেরিওয়ালা সবাই ওকে মা বলেই ডাকে। কিন্তু আমাকে বাবা বলতে কাউকে শোনা যায় না। আমাকে বাবা বলবার কেউ নেই। আমি চাই আমাকেও কেউ বাবা বলুক। বাবা ধ্বনি শুনে জীবন সার্থক করে যাই। তাই, আমাদের একটি অনাথ বালক চাই।'

'কোথায় পাই!' আমি জানাই—'আচ্ছা, আমাকে হলে হয় না? আমি আর বালক নই যদিও, তা বটে, কিন্তু অনাথ ঠিকই। আমার মা-বাবা কেউ নেই—মারা গেছেন কস্মিন কালে। আমিই প্রায় বাবার বয়েস পেলাম বলতে গেলে!'

'আপনি হবেন পুষ্যিপুত্তুর?' চোখ তাঁর ছানাবড়া—'বাবা বলে ডাকতে পারবেন আমায়?'

'চেষ্টা করবো। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?' তাছাড়া··তাছাড়া···সেটা আর বেফাস করি না—মনেই আওড়াই, মহাশয়ের বিষয়-সম্পত্তির দিকটাও তো দেখতে হবে!

'লজ্জা করবে না বাবা বলতে? এতো বেশি বয়সে, বিলকুল পরের বাবাকে?'

'তা হয়তো করবে একটু। ভাববাচ্যেই ডাকবো না-হয়।'

'বাবার ভাববাচ্য হয় নাকি আবার?'

'হাবভাবে জানাই যদি? কিংবা যদি সমস্কৃত করে পিতৃ সম্বোধন করি··· যদি বলি, পিতঃ!'

'ভারী ইতরের মতো শোনাবে। পিত্তি জ্বলে যাবে পিতঃ শুনলে।' তিনি প্রায় জ্বলে ওঠেন: 'তাছাড়া যে জন্যে নেওয়া তাই তো হবে না আপনাকে দিয়ে। আপনি আমার ঢের আগেই খতম্ হবেন—যদ্দুর আমার ধারণা। আমাদের জলপিণ্ড দেবে কে? সেই জন্যেই তো লোকে ছেলেপিলে না-হলে হন্যেপুত্তুর নেয়—তাই না? আপনার সন্ধানে কোন বাচ্চা-টাচ্চা নেই কো?'

'তাহলে তো আমার ভাগনেদের মধ্যেই দেখতে হয়। তবে তাদের মধ্যে অনাথ কেউ নেই...একজন বাদ। সে বেচারার বাপ-মা নেই, থাকতে কেবল এক ডবোল মা।'

'ডবোল মা?'

'মানে, আমি—তার মা-মা। তাছাড়া কেউ নেই আর। তাহলেও সে একাই একশো—একশ্চন্দ্র স্তমো হন্তি···সেই চাঁদুকেই নিন না হয়।'

'চাঁদুর বয়েস কতো?'

'এই বারো কি তেরো। বেঁটে-খাটো।'

'কি রকম দেখতে?'

'ঠিক চাঁদের মতন। নাম শুনেছেন না চাঁদু? চাঁদপানা চেহারা।'—আমি জানালাম।

তারপর বাড়ি ফিরে জপাতে বসলাম চাঁদুকেঃ 'হর্ষবর্ধনকে মাঝে মাঝে ডাকলেই হবে, তবে ওর বৌকে কিন্তু হরদম্। উনি সব সময় মা-ডাক শুনতে চান! যখন তখন মা-মা রবে সুমধুর স্বরে...পারবি তো?'

'ঠিক বেড়ালের মতন?'

'প্রায়। তবে অ্যা-কার ও-কার বাদ দিয়ে। ম্যাও নয়, মা কেবল। খাওয়া-দাওয়ার ভারী যুৎ রে ও-বাড়িতে। হরদম্ খেতে পাবি। সব রকম খাবার সব সময় মজুত।'

চাঁদুও খুব মজবুত ও-বিষয়ে! সঙ্গে সঙ্গে রাজী।—'আর কী করতে হবে মামা?'

'তারপর হর্ষবর্ধন মারা গেলে, যদি আমি বেঁচে থাকি তখনো...তুই ওর টাকা-কড়ির সব মালিক হবি তো? আমাকে কিছু ভাগ দিতে হবে তার থেকে। বুঝেছিস?'

'তুমি বলছো কি মামা? ভাগনে কি মামাকে ভাগ দেয় নাকি কখনো? তুমি ভাগনের ভাগ নিয়ে বড়লোক হতে চাও?'

'দিবি না যে তা জানি। তা যাক্ গে, না দিস নাই দিস, নাই দিলি, তোর ভাগ্য ফিরলেই আমি খুশি। বাপ-মা মরা ছেলে তুই, আহা, অনাথ বালক!' আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

'অমন ফোঁস ফোঁস কোরো না মামা, তাহলে আমি কেঁদে ফেলবো কিন্তু।' সে বলে—'টাকার বখরা না দিতে পারি কিন্তু তোমার ওই গোমরা মুখ আমি সইতে পারি না। আমার প্রাণে লাগে।'

নিয়ে গেলাম ওকে হর্ষবর্ধনের কাছে। তিনি কিন্তু ওকে দেখে নাক সিঁটকালেন—'এই আপনার চাঁদু? চাঁদের মতন দেখতে? মুখময় ব্রণ বিশ্রী আবরো খাবরো মুখ। এই আপনার নাকি চাঁদপানা চেহারা?'

'চাঁদের চেহারা আপনি দেখেছেন ইদানিং? সেদিন যে খবর-কাগজে চাঁদের টাটকা ফোটো বেরিয়েছিল, দেখেছিলেন? আপনার চন্দ্রাভিযাত্রী আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে কী বলেছিলেন আপনার মনে নেই?'—আমার স্ট্রং আর্ম বার করি—'বলেছিলেন না যে চন্দ্রপৃষ্ঠ হচ্ছে ব্রণক্লিষ্ট মানুষের মতন?'

'বলছিলেন বটে, তবুও···' বলে তিনি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকেন। 'কিন্তু বাচ্চা ছেলের মুখে এতো ব্রণ! দেখতেই কেমন বিচ্ছিরি!'

'কি করা যাবে?' আমি বলি—'কবিতার মতই ব্রণস্ হচ্ছে বরন্ নেভার মেড্। আপনার থেকেই হয়েছে, আপনিই মিলিয়ে যাবে একদিন।'

হর্ষবর্ধনের বৌয়ের কিন্তু মনে ধরে গেছে চাঁদুকে। তিনি আসতেই সে মা বলে কোমল কণ্ঠে ডেকেই না, তাঁর পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে এক প্রণাম ঠুকেছে। আমার শিক্ষাদানের ওপরেও আর এক কাঠি এগিয়ে গিয়েছে সে। বলেছে—'মা, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে গলে গেছেন গিন্নী। ওর থুতনিতে হাত দিয়ে আদর করে বলেছেন —'বেঁচে থাকো বাবা, সুখী হও।' বলেই আমার দিকে ফিরেছেন...'আপনার ভাগনেটি বেশ। এমন মিষ্টি ছেলে আমি দেখিনি। দিব্যি ছেলে—সোনার চাঁদ।'

হর্ষবর্ধনের তবুও খুঁত-খুঁতুনি যায় না—'এই বিদঘুটে মুখ দিন-রাত্তির দেখতে হবে আমায়...উঠতে বসতে...নাইতে খেতে।'

'আপনি সম্মুখের কথা ভাবছেন কেন, দূরের দিকে দৃষ্টি দিন।' বাধ্য হয়ে বলতে হলো আমায়—'পরকালের জল-পিন্ডির জন্যেই তো ছেলের দরকার। হাঁ করে তাকিয়ে দেখার জন্যে তো ছেলে নয়। আর, সেইজন্যেই তো চেয়েছিলেন আপনি।'

'আপনি আমায় কতক্ষণ দেখতে পাবেন বাবা?' চাঁদু বলে—'আমি তো...' বলতে গিয়ে চেপে যায়।—'আমি কতক্ষণ আপনার সামনে থাকবো আর?'

'ও! তুমি বুঝি সারাদিন পাড়াময় টো-টো করে বেড়াবে? যতো বকাটে ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ডাণ্ডাগুলি খেলে সেই রাত্তিরবেলায় খাবার সময় বাড়ি ফিরবে বুঝি?'

'না, আমি বলছিলাম যে আপনি তো সারাদিন আপনার কারখানাতেই পড়ে থাকবেন, কতক্ষণ আর দেখতে পাবেন আমায়? এই কথাই আমি বলছিলাম। আমি তো মার কাছেই থাকবো সব সময়। তাই না, মা?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'তবে তাই হোক।' হর্ষবর্ধন বৌয়ের কাছে হার মানেন।

রাহু না হয়েও, আর্মস্ট্রং না হলেও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেল হর্ষবর্ধনের। বৌয়ের উপরোধে আমার ঢেঁকিটা তিনি গিললেন।

তারপরের ঘটনাটা বলি এবার।

দিন কয়েক বাদ পার্ক-সার্কাস দিয়ে কী কাজে যাচ্ছিলাম, বেশ ভিড় জমেছিল এক জায়গায়। মেলার ভিড়; মেলাই মানুষ আমার সহ্য হয় না, পাশ দিয়ে এড়িয়ে যেতে দেখলাম, চাঁদু একধারে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছচে।

'কিরে? কী হয়েছে?' আমি শুধাই: 'এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস কেন?'

'বাবা হারিয়ে গেছে।' চোখের জল মুছে সে জানাল।

'বাবা হারিয়ে গেছে কিরে?' আমি হাসলাম—'তুই হারিয়ে গেছিস বল্।'

'না আমি হারাইনি, আমি ঠিক আছি। মেলা দেখতে এসেছিলাম আমরা, আমার হাত ধরেই যাচ্ছিল তো বাবা, কখন যে হাতছাড়া হয়ে গেল! টেরই পেলাম না!'

'ডাকিসনি বাবাকে?'

'ডাকছি তো! কখন থেকেই ডাকছি। সাড়া পাচ্ছিনে।'

'সাড়া পাচ্ছিস্ নে?'

'পাবো না কেন?' সে বিরস মুখে জানায়—'অনেক সাড়া পাচ্ছি তবে তারা কেউ আমার বাবা নয়।'

'কী বিপদ ! আরে, তাই তো হবে রে ! বাবা বাবা বলে ডাকছিস কিনা ?'

'কী বলে ডাকবো তবে ?'

'চাঁদু না হোক, তোর মতন ছেলে তো সবারই ঘরে আছে, সবাই কোন-না-কোন এক চাঁদপনা ছেলের বাবা। তারা ভাবছে যে তাদের ছেলেরাই ডাকছে বুঝি। বাবা বলে ডাকলে তো সবাই সাড়া দেবে, এর ভেতর প্রায় সবাই যে বাবা রে।'

'তাহলে কী বলে ডাকবো !'

'কী বলে ডাকবি ! ভাবনার কথাই বটে ! ঐ বাবা বলেই ডাকতে হবে, উপায় কী ?'

'না। বাবা বলে আর ডাকতে পারবো না আমি। ডাক শুনে একে একে না, একবার করে এসে আমাকে দেখে মুচকি হেসে চলে যাচ্ছে সবাই।'

'আহা, রাগ করছিস কেন ? তাদেরও সব ছেলে হারিয়ে গেছে মনে হয়, মানে ছেলেরা হারায়নি, মেলায় এসে ভিড়ের ঠেলায় ছেলের হাতছাড়া হয়ে তারাই সব হারিয়ে গেছে, তাই এমনটা বুঝেছিস ?'

'তাহলে কী হবে ? তুমি আমায় বাড়ি নিয়ে চলো মামা !'

'সে কিরে !' শুনেই আমি চমকাই। চাঁদুর মতন বিচ্ছু ছেলে, ভগবানের কৃপায় অনেক কষ্টে যার সদ্‌গতি করা গেছে, সে আবার আমার আশে পাশে বিচ্ছুরিত হবে ভাবতেই আমার বুক কাঁপে।

'তা কি হয় নাকি রে ? আমাদের বাড়ি যাবি কি তুই !'

'কেন, মামার বাড়ি কি যায় না নাকি কেউ ?'

'আরে, আমি আবার তোর মামা কিসের ! পুষ্যিপুত্তুর হয়ে তোর গোত্রান্তর হয়ে গেল না ? জাত গোত্তর পালটে গেল যে। তুই আর চকর্‌বরতিকুলের কেউ নোস্‌, বর্ধন বংশে চলে গেছিস এখন ! দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় সেখানেই বর্ধিত হবি।'

'শশীকলা ?'

'মানে, চাঁপা কলার থেকে কাঁঠালি কলা হয়ে মর্তমানে দাঁড়াবি আর কি !'

'না। আমি তোমাদের বাড়ি যাবো।'

'তোর বাবা মা থাকতে তুই—কাকস্য-পরিবেদনা, কোথাকার কে—আমার কাছে যাবি কেন রে আবার ? তুই কি আর অনাথ বালক নাকি ?'

'বাবাকে পাচ্ছি না যে !' আবার ওর চোখে জল গড়ায়—'কি করবো।'

'এক কাজ কর, নাম-ধরে ডাক না হয়।' আমি বাতলাই শেষটায়—'হর্ষবর্ধন বলেই হাঁক পাড়। তাহলেই আসল বাবার সাড়া পাবি, কানে তার গেলেই হলো একবার।'

'হর্ষবর্ধন ! হর্ষবর্ধন !!' বলে দুবার ডাক ছাড়ল সে, তারপরে বললে 'এটা কি ঠিক হচ্ছে মামা ?'

'আবার মামা ? আমি তোর মামা নই রে। গোত্রান্তর কাকে বলে বুঝতে পারছিস নে বুঝি ? ভীষণ খারাপ। আমাকে মামা বললে তোর পাপ হবে এখন। আমাকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তার জন্যে।'

'আমি বলছিলাম কি, বাবার নাম ধরে ডাকাটা কি ঠিক? বাবার নাম কি ধরতে আছে? ধরে কেউ কখনো?'

'না ধরে উপায় কি? নইলে সে টের পাবে কি করে? সাড়াই বা পাবি কেমন করে?'

তখন সে নিজেই ঠিক করে নিয়ে ভদ্রতা বাঁচিয়ে বোধহয়, চিৎকার ছাড়লে 'হর্ষবর্ধন বাবু! হর্ষবর্ধন বাবু।...'

এক নাগাড়ে চলতে লাগল তার হাঁক-ডাক।

তারপর নিজেই আবার পালটে নিয়ে (বলল যে, বাবাকে বাবু বলাটা ঠিক হচ্ছে না বোধহয়।) হাঁকতে লাগল 'হর্ষবর্ধন বাবা...হর্ষবর্ধন বাবা... হর্ষবর্ধন...'

তারপর পর্যায়ক্রমে চলতে লাগল তার ধারাবাহিক—

'হর্ষবর্ধন বাবু। হর্ষবর্ধন বাবা। হর্ষবর্ধন বাবা বাবু। হর্ষবর্ধন বাবু বাবা। হর্ষবর্ধন বুবা। হর্ষবর্ধন বাবা বুবু। হর্ষবর্ধন বুবা বুবা। হর্ষবর্ধন বুবু বুবু।'

চিৎকারের সঙ্গে বুৎকার মিলিয়ে সে-এক ইলাহী ব্যাপার!

হর্ষবর্ধন তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন মেলার থেকে। বেরিয়েই ঠাস করে চড় কসালেন ওর গালে—'হতভাগা ছেলে! বাপের নাম ধরে ডাকচিস? এতো বড়ো বুড়ো-ধাড়ি ছেলে লজ্জা করে না?'

আমি কৈফিয়ৎ দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছি।...উনি আমার ওপরেও চোট ঝাড়লেন 'এমন ছেলে আমার চাই নে মশাই? নিয়ে যান আপনার ছেলেকে। পোষ্য-পুত্তুরের নিকুচি করেছে। চাইনে আমার পুষ্যিপুত্তুর। আমি বরং নরকেই যাবো—আজন্ম সেখানেই পচে মরবো না-হয়...আর জলপিণ্ডির দরকার নেই আমার। সাতজন্ম আমি নরকে পচবো তবু এমন ছেলের মুখদর্শন করবো না আর।'

'ওর অপরাধটা কী হয়েছে? আমারই বা...' আবার আমি বলতে যাই, উনি ফের আমায় দাবড়ে দেন—

'না, আপনাদের দু-জনের কারোই কোন অপরাধ হয়নি—যতো অপরাধ সব আমার। ঘাট হয়েছে মানছি আমি। এই নাকে-খৎ কানে-খৎ আপনার পুষ্যিপুত্তুর আপনি নিয়ে যান মশাই! আমার চাইনে। খুব হয়েছে, খুব শিক্ষা হয়েছে। দয়া করে আর আপনারা আমায় মুখ দেখাবেন না। দু-জনের কারোই চাঁদমুখ আমি আর দেখতে চাইনে। আপনাদের দু-জনকেই আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করে দিলাম।'

অগত্যা চাঁদুকে বগলদাবাই করে বজ্রাহত হয়ে ফিরলাম নিজের ডেরায়। ভেবেছিলুম ওকে হর্ষবর্ধন পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ভবিষ্যতের পেট-স্থানের ব্যবস্থা হবে নিজের—কিন্তু এমনি বরাত! কী হতে কী হয়ে গেল!

ত্যাজ্যপুত্তুর হয়ে গেলাম আমরা মামা ভাগনে দু-জনাই!

Chande Gelen Harshabardhan by Shibram Chakrabarty

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com